নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করায় মানুষ ভোটবিমুখ : মঈন খান

সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে বলেই জনগণ ভোটবিমুখ হয়ে গেছেন- এমন দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান। তিনি বলেন, বাঙালিরা হল পৃথিবীর সব থেকে রাজনৈতিক সচেতন জাতি।

সর্বত্র তাদের রাজনৈতিক আলাপ। স্টলে বসে মানুষ চা খাওয়া বাদ দিয়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। অথচ তারাই আজ ভোটবিমুখ।

শনিবার বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে তৈমূর আলম খন্দকার রচিত ‘জাতীয় নির্বাচন-২০১৮ পোস্টমর্টেম’ গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মঈন আরও বলেন, বর্তমানে নির্বাচন ব্যবস্থা একটি মৃতদেহে পরিণত হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ভোটার উপস্থিতি কমছে। সঠিক সময়ে সঠিক একটি বই প্রকাশে তৈমূর আলমকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন, বাঙালিরা যেই পরিমাণ ভোট দেন, সে পরিমাণ ভোট দেয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই।

ব্রিটিশবিরোধী নির্বাচন, পাকিস্তানের সময়ের নির্বাচনে এর প্রমাণ। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, হাইকোর্টের বিচারপতিরা কোর্টের মতোই অন্ধ-বধির।

খালেদা জিয়ার জামিনের জন্য যে ডাক্তারি প্রতিবেদন বিএনপি জমা দিয়েছিল তা খুলেও দেখেনি। তিনি আরও বলেন, এ বইটা আমাদের সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, আমি বলি-২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা ঘটনার পরে আপনি বাসে, লঞ্চে, ট্রেনে যান, একটা মানুষ পাবেন না, যারা এ সরকারের প্রশংসা করেছে।

ড. মঈন খানের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, অধ্যাপক নুরুল আমীন বেপারী প্রমুখ।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

গাংনী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়িতে প্রতিমন্ত্রী পত্মী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিনের বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবারকে শান্তনা দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পত্নী ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে তিনি শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মহিলা যুবলীগের পক্ষে থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবাইদুর রহমান, ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী যুব মহিলালীগের সভানেত্রী সামিউন বশিরা পলি, সাধারণ সম্পাদক রুত শোভা মন্ডল, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা মহিলা যুবলীগের সভানেত্রী লতিফননেছা লতা, মুজিবনগর উপজেলা মহিলা

যুবলীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিব, জেলা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিমসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মি উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে যুবলীগ নেতা শাহাবুদ্দিনের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সদ্য প্রয়াত উপজেলা যুবলীগ নেতা ও গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীনের স্বামী মোঃ শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ এর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মা’র নামাজ শেষে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের বাসভবনে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন গাংনী দারুস সালাম জামে মসজিদের ইমাম মোঃ রুহুল আমীন।

দোয়া মাহফিল শুরুর আগে প্রয়াত শাহাবুদ্দিনের স্মরণে আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌরসভার চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা, জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পর্টির সাধারণ সম্পাদক আঃ হালিম সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মেপ্র/ইএম

[redacted]

[redacted]

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার জন্যই বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তিনি ভূখণ্ড, সমুদ্র, মহাকাশ ও সীমান্ত জয় করেছে। আইএমএফ আগে বাংলাদেশকে ভিক্ষুকের দেশ বলত। এখন এশিয়ার সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধির দেশ বলে। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে।

কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুভাষ চন্দ্র জয়ধরের সভাপতিত্বে প্রথম পর্বের আলোচনায় অন্যদের মধ্যে শেখ হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সালাউদ্দিন জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চৌধুরী এমদাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খান, কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম হুমায়ুন কবির, উপজেলা চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার, পৌর মেয়র হাজী মো. কামাল হোসেন শেখ, সম্মেলনের আহ্বায়ক কমল চন্দ্র সেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক রুহুল আমীন হাওলাদার লিটুসহ স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন।

আগামী বছর ১৬ ডিসেম্বর মেট্রোরেলের উদ্বোধন: সংসদ রিপোর্টার জানান, বুধবার জাতীয় সংসদে অসীম কুমার উকিলের প্রশ্নের জবাবে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত দেশের প্রথম মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪০.৩৬ শতাংশ।

১৬ স্টেশনবিশিষ্ট ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম আধুনিক এই মেট্রোরেল হবে বিদ্যুৎচালিত। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন বর্ষে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মেট্রোরেলের উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৬৭.৯৭ শতাংশ।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-গান গেয়ে নিজে কাঁদলেন, দর্শকদেরও কাঁদালেন এন্ড্রু কিশোর

অন্যায় করলে প্রতিমন্ত্রী, ডিসি কেউ ছাড় পাবে না – গোলাম রসুল

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, দূর্নীতি করলে মন্ত্রী, চেয়ারম্যান,মেয়র, ডিসি কাউকেই ছাড় দেওয়া হবেনা। দূর্নীতিবাজদের বিচার করা হবে।

তিনি আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা পরিষদ চত্বরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালনের প্রস্ততি সভায়নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন। এসময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনও বক্তব্যে রাখেন।

গোলাম রসুল কতিপয় আওয়ামীলীগ নেতাদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, গত ০৫ ফেব্রুয়ারি মুজিব বর্ষের মিটিং এ যেসব প্রবীণ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এসব ত্যাগী নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এক শ্রেণীর ভন্ড, ধোকাবাজ ও নব্য আওয়ামীলীগার । তিনি ভন্ড নেতাদের হুশিয়ারি করে বলেন, ত্যাগী এসব নেতাকর্মীরাদের বাড়িড়ে বাড়িতে গিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্যাতিত করা হলে সে সকল ভন্ড ও নব্য নেতাদের হাত কেটে দেওয়া হবে।

মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন সকল মিডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন আহবায়কের অনুমোদন ছাড়া জেলা যুবলীগের ব্যানার ব্যবহার করতে পারে না। মুজিবনগর ও মেহেরপুর বহিষ্কৃত নেতাদের নিয়ে যুবলীগের মিছিল করেছে । এরা মাদক ব্যবসায়ীরা যুবলীগের প্রোগামে ছিল। এই সকল নেতা কর্মীকে তাদের কু-কর্মের কারণে যু্বলীগ থেকে তাদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে । এই সকল বহিষ্কৃত নেতারা স্কুল কলেজের বিভিন্ন দূর্নীতির সাথে জড়িত আছে। তাদের সেই দুর্নীতি ঢাকার জন্য তারা আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছে।

তিনি আরোও বলেন, আগামী ৭ মার্চ সামসুজ্জোহা পার্কে সমাবেশের মাধ্যমে দূর্নীতির জবাব দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রীকে পুনরায় কটুক্তি করা হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে- যুবলীগ নেতা মৃদুল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে জেলা যুবলীগের একাংশ। পুনরায় কটূক্তি মূলক বক্তব্য দেওয়া হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার হুশিয়ারি দেয় নেতারা।

সোমবার বিকালে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা করা হয়।

সভায় সরফরাজ হোসেন মৃদুল বলেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে বর্ধিত সভার নামে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নামে যে ধরনের কটূক্তি করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক।

অবিলম্বে এই ধরনের বক্তব্য যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেবো। ফরহাদ হোসেন একজন সচ্ছ রাজনীতিবিদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের যোগ্যতায় প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা মেহেরপুরবাসি সবাই জানি ছহিউদ্দিন পরিবারের সন্তানরা কেমন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয় তাহলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু বলেন, আওয়াশীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যদি ছহিউদ্দিন না হয় তবে কে? মেহেরপুরে যদি একটি পরিবার সচ্ছ আওয়ামীলীগের রাজনীতি করে সেটি হলো ছহিউদ্দিন পরিবার।

আমরা যুবলীগ সবসময় সচ্ছ রাজনীতির সাথে আছি, ফরহাদ হোসেনের সাথে আছি।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোসারফ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার চারটি যুবলীগের ইউনিট প্রতিমন্ত্রীর সাথে আছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আওয়ামীলীগের নেতা বলতে পারেনা। তাদের উচিৎ এই মূহর্তে ফরহাদ হোসেনের কাছে মাফ চাওয়া।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সদর উপজেলা যুলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, যুবলীগর নেতা একে আজাদ সাগর, বারিকুল ইসলাম লিজন সহ আরও অনেকে। যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মিরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহন করে।

উল্লেখ, গত ৫ ফেব্রুরায়ি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রীকে বিষদগার করে বক্তব্য দেন নেতারা।

মেপ্র/ইএম

ড. কামাল হোসেন সীমা ছাড়িয়ে গেছেন: ওবায়দুল কাদের

সরকারকে নিয়ে প্রবীণ রাজনীতিক ড. কামাল হোসেনের উক্তিকে আপত্তিকর ও রাস্তার ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, ড. কামাল হোসেন সরকারকে লাথি মেরে উচ্ছেদ করার কথা বলেছেন। এটা গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। এটা রাস্তার ভাষা। তার মতো ব্যক্তি কি করে এমন ভাষায় কথা বলেন? তিনি সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ ও পুরান তিনটি সেতুর পুনর্বাসন প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে রোববার দুপুরে সোনারগাঁয়ের মেঘনাঘাট এলাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তি ইস্যুতে বিএনপি আন্দোলনের নামে আবার জ্বালাও-পোড়াওয়ের পথে হাঁটতে চায়। তবে স্পষ্ট করে বলতে চাই, জ্বালাও-পোড়াও কিংবা সহিংসতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উপযুক্ত জবাব দেবে।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা কোনো রাজনৈতিক মামলা নয়। তার বিরুদ্ধে মামলা বর্তমান সরকার করেনি। ওই মামলা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের। তাই তাকে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করার সুযোগ নেই। বিষয়টি আদালতের ব্যাপার। আর এ মামলা বিলম্বের জন্য বিএনপি নিজেরাই দায়ী।

সেতুমন্ত্রী বলেন, দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী (দ্বিতীয়) তিনটি সেতু জাপানের সহায়তায় আধুনিক ও যুগোপযোগী করে চার লেন করা হয়েছে। জাইকা আজ সেতু তিনটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করল। সেতু তিনটির কাজ নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস আগে সম্পন্ন করায় ১ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা ব্যয় কম হওয়ায় জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এ তিনটি সেতু নির্মাণের দৃষ্টান্ত দেশের সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগের সব প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসন ও সওজের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রতিমন্ত্রীকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে

জেলা তাঁতীলীগের নেতাকর্মীরা।

রবিবার বিকালে জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের কাছে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে পথ সভা করেন নেতারা।

সভায় বক্তব্য দেন জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক প্রবির শেখ।

এ সময় জুয়েল রানা বলেন, গত ৫ ফ্রেবুয়ারি কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে নিয়ে বেশ কিছু কটু কথা বলেছে। ফরহাদ হোসেন আমাদের গর্ব, মেহেরপুরের গর্ব। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা তাঁতীলীগ সব সময় ফরহাদ হোসেনের সাথে ছিলাম আছি থাকবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা তাঁতীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মলিকন ইসলাম টিটন, সদর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান, যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম রক্তিম,মুজিবনগর উপজেলা আহবায়ক প্রবির শেখ, যুগ্ন আহবায়ক বীর হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক সজেদুল ইসলাম, এছাড়াও তাঁতীলীগ নেতা রবি, তানজিদ, হাবিব, ফারুক, মোমিন, মিঠন, সবুজ, হ্যাপী, রতন, সোহেল, তাবুল প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

পদত্যাগ না করলে সরকারকে লাথি মেরে নামাতে হবে: ড. কামাল

ঘরোয়াভাবে সভা-সমাবেশ না করে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, সরকার পদত্যাগ না করলে লাথি মেরে নামাতে হবে।

সত্যিকার অর্থে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে হবে। সেই সংসদে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে তারা দেশ

পরিচালনা করবে। এখন যারা আছে, তাদের লাথি মেরে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে। পদত্যাগ পদত্যাগ বললে হবে না। পদত্যাগ না করলে তাদের হাত ধরে টেনে রাস্তায় নামিয়ে দিতে হবে। সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের মালিকের ভূমিকায় আসতে হবে।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কারাবাসের দুই বছর ও তার মুক্তির দাবিতে এক প্রতিবাদ সভায় ড. কামাল হোসেন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলে দুর্নীতির শিকার হতে হয়, লুটপাটের শিকার হতে হয়, উন্নয়নের নামে লুটপাট হয়। এগুলো থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের মালিককে মালিক হিসেবে দাঁড়াতে হবে। সত্যিকার অর্থে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করতে হবে।

ড. কামাল ‘দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের নির্বাচনের নামে প্রহসন সহ্য করতে হচ্ছে। যারা নির্বাচিত না, তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে। এটা জনগণ মেনে নেবে না। ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজের অধিকার কেড়ে আনতে হবে।’

তিনি বলেন, দেশের ইতিহাসে দেখেছি, জনগণের অধিকার বঞ্চিত করে কেউ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। যে শাসকরা চেষ্টা করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে। আজ যারা স্বৈরাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেই ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখা দরকার যে, বাঙালি কখনও স্বৈরাচারকে মেনে নেয়নি। আজ আমরা সবাই চাই, শান্তিপূর্ণভাবে দেশটাকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক।’

মানুষকে বঞ্চিত করে স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করা প্রহসন হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘যারা প্রহসন করে ক্ষমতায় এসেছে, এখন সময় এসেছে তাদের সহজ ভাষায় বলা সরে দাঁড়াও।’

তিনি বলেন, ‘তারা কী কী প্রচার করছে, অমুক বর্ষ এভাবে উদযাপন করবে। সবাইকে একভাবে উদযাপন করতে হবে। মালিক হিসেবে দেশের ১৬ কোটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করবে, এটা একটা প্রহসন।’

খালেদা জিয়ার মুক্তি জন্য প্রতিবাদ সভায় খালেদা ও রাজবন্দি প্রসঙ্গে বলার জন্য ড. কামাল হোসেনকে কয়েকবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর রাজবন্দি শুনতে কেমন লাগে।

বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সভা করতে হবে, দাবি করতে হবে এটা অকল্পনীয়।’ তিনি বলেন, ‘এখন আর এই ধরনের সভা নয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে সামনে রেখে মাঠে নামব।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি সভাপতি আসম আবদুর রব সরকারপ্রধানের উদ্দেশে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে যেতে চাইলে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন করা না গেলে গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে হবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেন, রাষ্ট্র চালাতে গেলে অনেক সময় ভুল হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ের সঙ্গে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে বিরোধী দলকে মেলানো ঠিক হবে না বলে দাবি করেন। তিনি বিএনপির শীর্ষ নেতাদের ওপর মামলা ও জেলে ভরে রাখার উদাহরণ টেনে বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি আওয়ামী লীগের সঙ্গে এমন আচরণ করেনি। মঈন খান ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে সরকার পতনের আহ্বান জানান।

খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য একত্রে আন্দোলনের চিন্তা আছে কিনা, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না তা নিয়ে প্রশ্ন রাখেন। সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, অর্থনীতি ধসে সরকারের কাছে টাকা নেই। এখন বিভিন্ন সংস্থার উদ্বৃত্ত টাকা জমা নিচ্ছে। তিনি সরকার পতনের জন্য জোরালো আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ঐক্যফ্রন্টের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। বিএনপিরও সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। এই সরকার থেকে মুক্তি চাইলে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামতে হবে।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি চিকিৎসক জাফরুল্লাহ চৌধুরী কিছু সুপারিশ তুলে ধরে বলেন, খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দিলে আর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ঠিক হবে না। কামাল হোসেনকে রিভিউ পিটিশন করতে হবে। এ ছাড়া তিনি কামাল হোসেনকে সারা দেশে পদযাত্রা করার আহ্বান জানান। সভায় আরও বক্তব্য দেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, মোহসীন রশিদ খান, বিকল্পধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. নুরুল আমীন, নাগরিক ঐক্যের শহীদুল্লাহ কায়সার।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-এসএসসি পরীক্ষার হলে হয়রানি, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীর স্ট্যাটাস ভাইরাল

আ’লীগ যেটাই করে বিএনপির কাছে তা কালো আইন: আইনমন্ত্রী

বিএনপি আইন বুঝুক আর না বুঝুক আওয়ামী লীগ যেটাই করে সেটাই ওনারাদের কাছে কালো আইন বলে মনে হয় বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

শনিবার দুপুরে আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার আইনকে ‘কালো আইন’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এসময় আনিসুল হক বলেন, আমি তাদের বলবো, এই আইনটা পড়তে হবে, বুঝতে হবে তারপর যেন ওনারা (বিএনপি) মন্তব্য করেন।

এসময় আইন সচিব গোলাম সারোয়ার, জেলা প্রশাসক হায়াত উদ দৌলা খান, পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান, আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক অধ্যক্ষ জয়নাল আবেদীন, আখাউড়া উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ভূঁইয়া, কসবা উপজেলা চেয়ারম্যান রাশেদুল কাউছার ভূঁইয়া জীবন, আখাউড়া পৌরসভার মেয়র তাকজিল খলিফা, আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনা প্রমুখ।

এরআগে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আন্তঃনগর মহানগর প্রভাতি ট্রেনে ঢাকা থেকে আখাউড়ায় আসেন। পরে তিনি কসবা উপজেলার স্থানীয় বিভিন্ন রাজনীতির প্রোগ্রামে যোগ দেন।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিকালে আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় থাকার কথা রয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর